দৈনিক
আমাদের সময়

তারিখ 10 MAY 2018
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

শিশু একাডেমির হালচাল

অধিকাংশ জেলায় নিজস্ব ভবন ও শিক্ষক সংকট

আমাদের সময় ডেস্ক ●

শিশুরাই আগামী সমাজের ভিত্তি। তাই শিশুর মানসিক বিকাশে মনোযোগ বেড়েছে উন্নত বিশ্বের দেশে-দেশে। বাংলাদেশেও আগামী সমাজের ভিত্তি ধরেই শিশুর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে সরকার জেলায়-জেলায় প্রতিষ্ঠা করেছে জেলা শিশু একাডেমি। এসব একাডেমিতে শিশুর মননশীল-সৃজনশীল বিকাশের জন্য সুকুমার চর্চা যেমন ছবি আঁকা, কবিতা আবৃত্তি, নৃত্য, বাদ্যযন্ত্র, অভিনয়, সংগীত ইত্যাদি শেখানো হয়। পরবর্তী সময় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বিষয়টিও যুক্ত করা হয়। তবে উদ্দেশ্য যতই মহৎ হোক, আশানুরূপভাবে প্রতিষ্ঠানগুলো কাজ করতে পারছে না বলে সংশ্লিষ্টদের ধারণা। অনেক জেলায়ই অবকাঠামোর সংকট চরমে। স্থানাভাবে কার্যক্রম চলছে খুঁড়িয়ে। বিষয়ভিত্তিক প্রয়োজনীয় শিক্ষক সংকট এবং শিশু শিক্ষার উপযুক্ত পরিবেশ নেই অনেক জায়গায়। তাই জেলায়-জেলায় যে লক্ষ্য নিয়ে শিশু একাডেমির যাত্রা, তার কতটা পূরণ হচ্ছে সেটিই এখন বড় প্রশ্ন।

রাজশাহী থেকে আমজাদ হোসেন মিলু জানান, খুঁড়িয়ে-খুঁড়িয়ে চলছে রাজশাহী শিশু একাডেমির কার্যক্রম। লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য অনুযায়ী, সব কার্যক্রম ঠিকঠাক হচ্ছে না বলে অভিযোগ রয়েছে। রাজশাহী শিশু একাডেমির অধীনে শিশু বিকাশ কেন্দ্র ও এরপর পৃষ্ঠা ৬, কলাম ৪

অধিকাংশ জেলায় নিজস্ব ভবন

(শেষ পৃষ্ঠার পর) প্রাক-প্রাথমিক সব মিলিয়ে ৫০০ শিশু রয়েছে। এসব শিশুর মেধা বিকাশে উল্লেখযোগ্য খুব বেশি কার্যক্রম নেই। শুধু সাংস্কৃতিক কার্যক্রমেই সীমাবদ্ধ থাকছে প্রতিষ্ঠানটি। তবে শিশু একাডেমির রাজশাহী জেলার সংগঠক উমা রানী বলেন, রাজশাহীতে শিশু একাডেমির কার্যক্রম খুব ভালোভাবেই চলছে। আমাদের কেন্দ্র থেকে কাজের জন্য বার্ষিক প্ল্যানিং দিয়ে দেওয়া হয়। সে অনুযায়ী আমরা আমাদের কার্যক্রম পরিচালনা করছি। এর বাইরে ইচ্ছা করলেও আমরা কোনো কাজ করতে পারি না।

রংপুর থেকে নজরুল মৃধা জানান, রংপুরে শিশু একাডেমির ভবন নড়বড়ে। যে কোনো সময় ঘটতে পারে দুর্ঘটনা। শিক্ষকদের পাঠদান পদ্ধতি নিয়ে অভিভাবকদের প্রশ্ন রয়েছে। ১৯৮১ সালে প্রতিষ্ঠা করা হয় এ একাডেমি। জেলা প্রশাসকের কার্যালয় সংলগ্ন এলাকায় প্রথমে একতলা একটি ভবন নির্মাণ করে এর যাত্রা শুরু করা হয়। পরে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেড়ে যাওয়ায় অপরিকল্পিতভাবে দ্বিতল ভবন করা হয়। ভবনটি এতই সংকীর্ণ, যে কোনো জাতীয় দিবসের অনুষ্ঠান করার সময় অভিভাবকদের রাস্তায় অথবা সামনের খোলা জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। বর্তমানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা ৭০০-এর বেশি। শিক্ষক মাত্র ১৪ জন। অভিভাবক শহিদুল ইসলাম জানান, শিক্ষকদের সংখ্যা এখানে অপ্রতুল। শিক্ষার মানোন্নয়নেও কোনো ব্যবস্থা নেই। তাই এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা পিছিয়ে আছে।

বগুড়া থেকে প্রদীপ মোহন্ত জানান, ১৯৮১ সালে বগুড়ার শিশু একাডেমি প্রতিষ্ঠা করা হলেও আজ পর্যন্ত নিজস্ব ভবন নেই। বগুড়া শহরের সুবিল এলাকায় জেলা শিল্পকলা একাডেমির পাশে শিশু একাডেমির জন্য ৫০ শতাংশ জমি পড়ে আছে। শুধু বরাদ্দের অভাবে তাতে নিজস্ব ভবন গড়ে তোলা যাচ্ছে না। বর্তমানে জেলা পরিষদের ৫টি কক্ষ ভাড়া নিয়ে শিশু একাডেমির কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। বাদ্য, নৃত্য, কবিতা ও চিত্রাঙ্কন বিভাগের দুই শতাধিক শিক্ষার্থীকে ১০ জন শিক্ষক শিক্ষা দিচ্ছেন। বগুড়ার শিশু একাডেমির জেলা শিশুবিষয়ক কর্মকর্তা শাহ মো. ইসাহাক আলী বলেন, স্থানাভাব ছাড়া আমাদের অন্য কোনো সমস্যা নেই।

পিরোজপুর থেকে খালিদ আবু জানান, ১৯৯৩ সালের অক্টোবর থেকে পিরোজপুরে শিশু একাডেমির কার্যক্রম শুরু হয়। সেই থেকে মূলত সরকারি ও জাতীয় দিবসের মধ্যে সীমাবদ্ধ রয়েছে এর কার্যক্রম। শিশুবিষয়ক কর্মকর্তা মোজাম্মেল হোসেন বলেন, সরকার যে উদ্দেশ্য নিয়ে শিশু একাডেমি প্রতিষ্ঠা করেছিল তা এখনো পুরোপুরি বাস্তবায়িত হয়নি। শিশু একাডেমি শুধু জেলা সদরে কাজ করছে। শিশু অধিকার নিয়ে কাজ করতে হলে উপজেলা পর্যায়ে কাজ করতে হবে। জনবল ও আর্থিক সংকটের কথাও বললেন এ কর্মকর্তা।

সুনামগঞ্জ থেকে বিন্দু তালুকদার জানান, ১৯৯৪ সালে সুনামগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হয় জেলা শিশু একাডেমি। শুরু থেকে জনবল এ অবকাঠামো সংকটের মধ্য দিয়ে পার হয়েছে ২২ বছর। নোংরা, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ ও নিরাপত্তাহীনতায় একটি বাড়িতে চলছে শিশুর প্রতিভা বিকাশের কার্যক্রম। দীর্ঘদিন ধরে এখানে শিশুবিষয়ক কর্মকর্তার পদটি শূন্য রয়েছে। শিশু হামিমের বাবা মহিউদ্দিন বলেন, শিশু একাডেমির শিক্ষার মান ভালো জেনে এখানে আমার বাচ্চাকে ভর্তি করেছি। কিন্তু শিক্ষার পরিবেশ মোটেও ভালো নয়। চিত্রাঙ্কন শাখার প্রশিক্ষক দীপেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী স্পন বলেন, একাডেমির ক্লাসরুম অত্যন্ত ছোট। তাই শিশুদের বসতে কষ্ট হয়। একাডেমি পরিচালনার জন্য ৫টি পদের মধ্যে জেলা সংগঠকসহ ২টি পদ শূন্য রয়েছে।

পাবনা থেকে সুশান্ত কুমার সরকার জানান, নিজস্ব ভবন ও জনবল সংকটের মধ্য দিয়ে চলছে পাবনা জেলা শিশু একাডেমির কার্যক্রম। ১৯৮১ সাল থেকে এখন পর্যন্ত ভাড়া বাড়িতে অফিস এবং শিশুদের একাডেমিক কার্যক্রম চালানো হচ্ছে। একাডেমি পরিচালনার জন্য ৫টি পদের মধ্যে জেলা সংগঠকসহ ২টি পদ শূন্য রয়েছে। বর্তমানে লাইব্রেরিয়ান জেলা সংগঠকের দায়িত্ব পালন করছেন। শিশু একাডেমিতে তিন থেকে ১৩ বছর বয়সের শিশুদের সংগীত, নৃত্য, আবৃত্তি এবং চিত্রাঙ্কন শেখানো হয়ে থাকে। এ বছর এই সাংস্কৃতিক বিষয়গুলোতে শিক্ষা গ্রহণের জন্য ১০০ শিশু ভর্তি হয়েছে। এ ছাড়া শিশু বিকাশ ও প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার জন্য ৬০ জন শিশু ভর্তি হয়েছে।

চাঁদপুর থেকে এমএ লতিফ জানান, নিজস্ব ভবন না থাকায় চাঁদপুর স্টেডিয়ামের পুরনো প্যাভিলিয়নেই খুঁড়িয়ে চলছে জেলা শিশু একাডেমির কার্যক্রম। চাঁদপুর জেলা শিশু একাডেমি কার্যালয় সূত্র জানায়, নাচ, গান, আবৃত্তি ও চিত্রাঙ্কন বিভাগে ২০৫ জন শিক্ষার্থী রয়েছে। দুবছর মেয়াদি কোর্সের শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে সরকারি ফি বাবদ বার্ষিক ১ হাজার ৪৬০ টাকা নেওয়া হয়। সপ্তাহের প্রতি বৃহস্পতি ও শুক্রবার বিকাল ৩টা থেকে সন্ধ্যা ৬টা পর্যন্ত শিক্ষা দেওয়া হয়। তাদের পাঠদানে রয়েছে চুক্তি ভিত্তিতে খণ্ডকালীন ৬ জন শিক্ষক। জেলা শিশুবিষয়ক কর্মকর্তা মো. কাউছার আহমেদ জানান, ভূমি বরাদ্দ পেতে ইতোমধ্যে চাঁদপুর জেলা প্রশাসক ও পৌর মেয়রের কাছে আবেদন করা হয়েছে।

নাটোর থেকে আল মামুন জানান, প্রায় ১৫ হাজার শিশু নাটোর শহরে বসবাস করলেও শিশু একাডেমির শিশু ছাত্রের সংখ্যা মাত্র ৪০ জন। প্রচারণার অভাব, লোকবল সংকট ও শহরের এক কোণে শিশু একডেমির অবস্থান হওয়ায় এ অবস্থা বলে জানান সংশ্লিষ্টরা। ১৯৯৩ সালে নাটোর শহরের বঙ্গজলে ভাড়া বাড়িতে যাত্রা শুরু করে নাটোর শিশু একাডেমি। ২০০৩ সালে শহরের কান্দিভিটুয়া এলকায় পুরনো ম্যাজিস্ট্রেট ভবনে স্থানান্তর করা হয় এটি। একাডেমির স্থায়ী ৫টি পদের মধ্যে দুটি শূন্য। আর ৫টি বিভাগে অস্থায়ী শিক্ষক রয়েছেন সাতজন।